এফবিআই ফাইল থেকে

৩

কাজল ভট্টাচার্য

শব্দ প্রকাশন

খোলামেলা কথা

এফবিআই ফাইল থেকে সিরিজের এটি তৃতীয় তথা শেষ পর্ব।দ্বিতীয় পর্বের শেষভাগে এসে লিখেছিলাম, এফবিআই-এর ভাঁড়ারে বহু কাহিনি মজুত আছে যা বছরের পর বছর লিখে গেলেও ফুরোবার নয়। তা হলে তৃতীয় পর্বে পৌঁছে সমাপ্তিরেখা টেনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কেন?

কারণ একেবারেই ব্যক্তিগত। আমি চাকরিজীবী মানুষ। চাকরি থেকে উপার্জিত অর্থেই সংসার চলে। অবসরে একটু আধটু শখের লেখালিখি করি। আমার পক্ষে 'এফবিআই ফাইল থেকে' সিরিজ টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠছে। এফবিআই-এর প্রতিটি স্মরণীয় কেস নিয়ে বাজারে একাধিক বই পাওয়া যায়।আমি সেগুলির সাহায্য নিই অবশ্যই, কিন্তু সেখানে উল্লিখিত প্রতিটি তথ্য সাধ্যমত যাচাই করি এফবিআই-এর কাছ থেকে পাওয়া ডকুমেন্ট থেকে।

এক একটি লেখার জন্য কুড়ি-তিরিশ হাজার পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট মন্থন করে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা এক অসম্ভব কঠিন কাজ।তথ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে গেলে এই অসম্ভব কাজটিকে সম্ভবপর করতে হয়। আমার অক্ষমতা আমি এভাবে লিখতে পারি না। যাঁরা পারেন, তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস ভুল তথ্য দিলে পাঠকের বিশ্বাসভঙ্গ করা হয়। এফবিআই ফাইল থেকে বইতে কল্পনার জায়গা নেই। সব তথ্যই বাস্তব থেকে নেওয়া। তবু এই পর্বে ছোটখাটো ত্রুটি থেকে গেল।বিশেষ করে চার্লস ম্যানসনের কাহিনিতে আমি কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি। কাজটা আমার নিজেরই মনঃপূত হয়নি। পাঠককে কোন মুখে বলি আপনি পয়সা খরচ করে আমার বইটা কিনুন? বলছিও না সে কথা।চাইলে স্বচ্ছন্দে এ বই আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন।

এ বই অনেক রাত জেগে কাজ করার সাক্ষী। আমার স্ত্রী সুস্মিতা এবং মেয়ে তিতলি আমার সব লেখাতেই কমবেশি সাহায্য করে থাকেন।কিন্তু এ বইতে তাঁদের অবদান আগেকার সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে। তাঁরা দু'জনে আমাকে লেখা শেষ করার জন্য যথাসম্ভব সুযোগ করে দিয়েছেন। অনেক সময় সেজন্য পারিবারিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। তব্য তাঁরা হাসিমুখে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন।

প্রকাশক বিকাশ আমাকে একেবারে বইমেলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। যে সময় অন্য লেখকদের বই ছাপতে চলে গিয়েছে, আমি তখনও প্রাণপণে কি-বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছি। বিকাশ ফোনে ভরসা দিচ্ছে, 'দাদা, চালিয়ে যান। আমি আছি। ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

একেবারে শেষ দিকে এসে অ্যালকাট্রাজ নিয়ে যখন হিমশিম খাচ্ছি এবং এফবিআই কর্তৃপক্ষ কোনও মেল-এর জবাব দিচ্ছেন না (যেহেতু এটাকে তাঁদের সাকসেস স্টোরি বলা যাবে না), তখন আমার শ্যালিকা-কন্যা পূজা (সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপক ডঃ পারমিতা দুবে) খুব সাহায্য করল। ওর কাছ থেকে শুনে অ্যালকাট্রাজ জেলখানার কক্ষগুলির অবস্থান এবং পলাতক বন্দিদের যাত্রাপথ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এবং বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল।

এ বই নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই। পাঠকের ভাল লাগলে সেই কৃতিত্ব এফবিআই কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রকাশক, সবার। আর খারাপ লাগার দায়িত্ব একান্তই আমার।

আসি। ভাল থাকবেন সবাই।

কাজল ভট্টাচার্য
কলকাতা
জানুয়ারি ২০২৪

সূ চি প ত্র

এক বখাটে মেয়ের স্টকহোম সিনড্রোম

সিআইএ-র এজেন্ট এক রুশ গুপ্তচর

নরকের দূত চার্লস ম্যানসন

এক বখাটে মেয়ের স্টকহোম সিনড্রোম

এত রাতে বার-বার কলিং-বেল বাজাচ্ছে কে?

প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট এবং তার লিভ-ইন পার্টনার স্টিভ উইড একটা সোফায় মুখোমুখি বসে গল্প করছিল। স্টিভ একটু বিরক্ত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ন'টা সতেরো। বার্কলের অভিজাত বিয়েনভেনু অ্যাভিনিউ মহল্লায় এই সময়টাকে বেশি রাত বলেই বিবেচনা করা হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা না থাকলে কেউ হুট করে অন্যের বাড়িতে দেখা করতে আসে না। সেরকম কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট তাদের কারও নেই।

বেল বেজেই যাচ্ছে। বিরক্ত মুখে স্টিভ উঠে দরজার দিকে এগোল। পিছু-পিছু এল প্যাট্রিসিয়া। তাদের ডুপ্লে অ্যাপার্টমেন্টে সচরাচর গেস্ট আসে না। অপরিচিত লোক চলে আসার সম্ভাবনাও খুব কম, কারণ রাস্তা থেকে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দেখা যায় না। নিচে একটা গ্যারাজ আছে যার দরজা সবসময় ভেজানো থাকে, সেই গ্যারাজের দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলে তবেই অ্যাপার্টমেন্টের কলিং-বেলের নাগাল পাওয়া যায়।

স্টিভ দরজা খুলে দেখল বাইরে এক অপরিচিত মহিলা দাঁড়িয়ে। পোশাক কিছুটা অবিন্যস্ত। তিনি বিপন্নমুখে বললেন, "এভাবে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত! আপনাদের ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি? আমার গাড়ি অন্য একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে, মনে হয় সেটা আপনাদের গাড়ি। "

প্যাট্রিসিয়া ঠিক স্টিভের পেছন দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল। তার সন্দেহ হল, এই মহিলার গাড়ি তার সাধের এমজি রোডস্টারকে ধাক্কা মেরেছে। এক্ষুনি

একবার নিচে গিয়ে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে আসা দরকার। কিন্তু ততক্ষণে স্টিভ দরজা খুলে মহিলাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে লিভিং-রুমের দিকে এগিয়ে গেল প্যাট্রিসিয়া। সেখানেই টেলিফোন রাখা আছে। মহিলা আগে ফোনটা করে নিন, তারপর নিচে গিয়ে গাড়ির অবস্থা দেখা যাবে।

আচমকা পেছন দড়াম করে একটা বিকট আওয়াজ হল। প্যাট্রিসিয়া এবং স্টিভ পেছন ফিরে সভয়ে দেখল দু'জন সশস্ত্র ব্যক্তি লাথি মেরে দরজা হাট করে খুলে ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাদের মধ্যে একজন আফ্রিকান-আমেরিকান; সম্ভবত সে-ই দলের নেতা, তার হাতে রয়েছে একটা ইম্প্রোভাইজড মেশিনগান। অন্যজনের হাতে রয়েছে কার্বাইন। এমনকি যে মহিলা প্রথমে ফ্ল্যাটে এসে সাহায্য চাইছিলেন, তাঁর হাতেও রয়েছে একটা ছোট চকচকে কালো রঙের অটোম্যাটিক পিস্তল।

দলের নেতা সেই কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি তার অস্ত্র উঁচিয়ে স্টিভকে জিজ্ঞেস করল, "টাকাপয়সা রাখার সেফটা কোথায়?"

এ-বাড়িতে টাকাপয়সা রাখার কোনও সেফ ডিপোজিট ভলট গোছের জিনিস নেই। স্টিভ তাই ভয়ে-ভয়ে পকেট থেকে নিজের মানিব্যাগ বার করে দিয়ে বলল, "আমাদের কোনও সেফ নেই। আমাদের যেটুকু টাকাপয়সা আছে, সব এই ওয়ালেটে রয়েছে। নিয়ে যাও। "

দলের নেতার কথাটা বিশ্বাস হল না। হাতের লেদার-বেলট দিয়ে সপাং করে এক ঘা বসিয়ে দিল স্টিভের মাথার ওপর। এক আঘাতেই স্টিভ চোখে সর্ষেফুল দেখল। বেলটের চামড়ার আস্তরণের নিচে রয়েছে সিসার পাত। যন্ত্রণায় স্টিভ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এদিকে নিজেকে বাঁচাতে প্যাট্রিসিয়া একদৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। সেখানে তার পিছু ধাওয়া করে এসেছে সেই মহিলা। প্যাট্রিসিয়ার মুখের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে সে বলল, "চেঁচামেচি না করলে কিছু হবে না, বুঝেছ? কিন্তু চিৎকার করলে কিন্তু স্রেফ খুলি উড়িয়ে দেব!"

মহিলার সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকেছে এক যুবক। সে হিড়হিড় করে প্যাট্রিসিয়াকে টেনে নিয়ে গিয়ে সামনে হলঘরের মেঝের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল। মহিলা তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধার চেষ্টা করছে দেখে প্যাট্রিসিয়া সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। প্যাট্রিসিয়ার ছোটখাটো চেহারায় এত জোর থাকতে পারে, আক্রমণকারীরা কেউ তা ভাবতে পারেনি। দু'জনে মিলে অনেক কষ্টে নাইলনের দড়ি দিয়ে প্যাট্রিসিয়ার হাত-পা বাঁধতে সক্ষম হল। প্যাট্রিসিয়া যাতে চিৎকার করতে না পারে, সে-জন্য তার মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হল একটা টেনিস বল। কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হল।

ইতোমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে এক আগন্তুক। তার নাম স্টিভ সুনেগা। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্র স্টিভ পাশের অ্যাপার্টমেন্টে থাকে।

গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিল সে। পাশের বাড়ি থেকে গোলমালের আওয়াজ পেয়ে স্টিভ সুনেগা উঁকি মারতেই সে আক্রমণকারী দলের কৃষ্ণাঙ্গ নেতার মুখোমুখি হয়ে গেল। সেই লোকটি তাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে প্যাট্রিসিয়া হার্স্টের পাশাপাশি মেঝের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল।

"একদম কথা বলবে না," লোকটি শাসিয়ে বলল, "কথা বললে একেবারে খতম করে দেব!"

যে মহিলা প্রথমে অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করেছিল, সে দলের নেতার দিকে তাকিয়ে বলল, "এ তো আমাদের দেখে নিয়েছে। একে মেরে ফেলতে হবে। "

একটুখানি মাথা তুলে স্টিভ সুনেগা বলল, "আমাকে মারবেন না, প্লিজ! আমি কাউকে কিছু বলব না। "

কৃষ্ণাঙ্গ নেতা তার হাতের মেশিনগানের পেছন দিয়ে স্টিভের মাথায় মারল। প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরে উঠল স্টিভ, তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এল। অজ্ঞান হয়ে যেতে-যেতে সে শুনতে পেল প্যাট্রিসিয়া মুখ-বাঁধা অবস্থায় অনুনয় করছে, "তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও দয়া করে!"

এদিকে স্টিভ উইডের আচ্ছন্নভাব কিছুটা কেটে গিয়েছে। সে দেখল প্যাট্রিসিয়া এবং অপর এক ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। একঝটকায় মেঝে ছেড়ে উঠে সে তেড়ে গেল তার দিকে পেছন করে দাঁড়ানো এক আক্রমণকারীর দিকে। লোকটির হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, তবু ঝুঁকি নিয়ে স্টিভ লোকটিকে জাপটে ধরতে চাইল।

লোকটির শরীরে বেশ জোর। স্টিভের হাত ছাড়িয়ে সে তার কার্বাইনের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল। স্টিভ আবার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। এক সেকেন্ড পড়ে থেকেই বিদ্যুৎগতিতে উঠে স্টিভ ছুটে গেল পেছনর দরজার দিকে। পরদার আড়ালে থাকা দরজার ছিটকিনি খুলে দৌড়ে পেছনের বাগানে নেমে এল সে। তারপর ডিগবাজি খেয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও হয়ে গেল।

প্যাট্রিসিয়া বুঝতে পেরেছে তাদের বাড়িতে যা ঘটছে তা নিছক ডাকাতি নয়, তাকে অপহরণ করতে এসেছে এরা। আতঙ্কে তার সারা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। সে টের পেল একজন তাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরের ভেতরে প্যাট্রিসিয়া একটা বাথরোব পরে ছিল। প্যান্টি পরা ছিল, কিন্তু ব্রেসিয়ার পরেনি। পায়ে খুব হালকা চপ্পল। ধস্তাধস্তিতে পোশাক ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার! আতঙ্কের পাশাপাশি প্যাট্রিসিয়া পোশাক নিয়ে বিব্রত বোধ করছে— আওয়াজ শুনে আশেপাশের অনেক বাড়ির আলো জ্বলে উঠেছে, তারা সবাই প্যাট্রিসিয়া হার্স্টের অর্ধনগ্ন শরীর দেখতে পাচ্ছে নিশ্চয়ই!

বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা শেভ্রলে ইমপালা গাড়ি। ১৯৬৪ সালের মডেল। চালকের আসনে একট মেয়ে বসে রয়েছে। ব্যাকসিটে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে একঝলক দেখতে পেল প্যাট্রিসিয়া। যে লোকটি

তাকে ধরে নিয়ে এসেছে তাকে একটু বিব্রত দেখাল। ব্যাকসিটে প্যাট্রিসিয়াকে তোলা যাবে না বুঝতে পেরে সে একহাতে গাড়ির ডিকি খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু একটু ওপরে তোলার পরেই ডিকির ঢাকনা দড়াম করে পড়ে আটকে গেল। প্যাট্রিসিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে ড্রাইভারের সিটের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডিকির চাবি চাইতে গেল লোকটি।

প্যাট্রিসিয়া দেখল, এ-ই সুযোগ! তার হাত-পায়ের বাঁধন খুব বেশি শক্ত করে বাঁধা হয়নি। টানাটানিতে তা অনেকটা ঢিলে হয়ে গিয়েছে। সে একছুটে গ্যারাজের মধ্যে ঢুকে এমজি রোডস্টার গাড়ির আড়ালে অন্ধকারে বুক মাটিতে মিশিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকল।

এদিকে বাইরে ততক্ষণে আরেক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। পাশের বাড়িতে থাকে স্যান্ডি গোল্ডেন নামে এক তরুণ। সে তার তিন বন্ধুর সঙ্গে ঘরে বসে ব্যাকটিরিয়োলজির নোট তৈরি করছিল। গণ্ডগোল শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে তারা দেখতে পেল একটা অচেনা গাড়িকে ঘিরে গোলমাল হচ্ছে। একটি মেয়েকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে কয়েক জন মিলে। মেয়েটি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে দৌড়ে হার্স্টদের গ্যারাজে ঢুকে পড়ল। তাকে যারা নিয়ে আসছিল তারা মেয়েটিকে হারিয়ে ফেলে কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তারপর শ্বাপদ যেভাবে শিকারের দিকে এগিয়ে যায়, সেভাবে গ্যারাজের দিকে একজন এগিয়ে গেল।

"অ্যাই, কী হচ্ছে এখানে?" স্যান্ডি গোল্ডেন উঁচু গলায় চেঁচাল, "তোমরা কারা? এখানে কী করছ?"

জবাবে 'দুম' 'দুম' করে দু'রাউন্ড গুলির শব্দ হল। সাঁই-সাঁই করে বুলেট ছুটে এল তাদের দিকে। স্যান্ডি এবং তার বন্ধুরা গুলি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আড়াল খুঁজতে ছুটল। দেওয়ালের আড়াল থেকে তারা উঁকি মেরে দেখল এক কৃষ্ণাঙ্গ গুলি চালাচ্ছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি গাড়ি থেকেও দু'রাউন্ড গুলি ছুটে এল তাদের লক্ষ করে।

এদিকে যে লোকটি হার্স্টদের গ্যারাজে ঢুকেছিল সে এবার বেরিয়ে এসেছে। প্যাট্রিসিয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়ির ডিকিতে ভরে ঢাকনা বন্ধ করে দিল সে। তিনজন গাড়িতে উঠে পড়ল। হুস্ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। সামনে এবং পেছন দাঁড়িয়ে থাকা আরও দু'টি গাড়িও একই সঙ্গে রওনা দিল।

পুরো ঘটনা ঘটতে সময় লাগল মাত্র চার মিনিট। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাত ন'টা সতেরো থেকে ন'টা একুশের মধ্যে ঘটে গেল আমেরিকার ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অপহরণকাণ্ড। বিখ্যাত 'সান ফ্রানসিসকো এক্সামিনার' পত্রিকার প্রকাশক-গোষ্ঠী হার্স্ট কর্পোরেশনের কর্ণধার i)।নডল্ফ অ্যাপার্সন হার্স্টের মেয়ে প্যাট্রিসিয়া ওরফে 'প্যাটি' হার্স্টকে অপহরণ করে নিয়ে গেল একদল দুষ্কৃতী।

প্যাটি হার্স্টের অপহরণ এফবিআই-এর ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। সাধারণ অপহরণ-কাহিনি হলে কিছুদিন বাদেই এই ঘটনার চাঞ্চল্য থিতিয়ে

যেত। কিন্তু প্যাটি হার্স্টের কিডন্যাপিং কিছুদিন পরে এমন এক আশ্চর্য বাঁকবদল করল যা শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়।

আসুন, কাহিনিতে প্রবেশ করি।

***

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রথম ফোনটা করেছিল স্যান্ডি গোল্ডেন এবং তার বন্ধুরা। ২৬০৩ বিয়েনভেনু অ্যাভিনিউয়ের ৪ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে আমেরিকার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন ¡্যানডল্ফ হার্স্টের মেয়ে প্যাট্রিসিয়া তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে একত্রবাস করে, এ-কথা এলাকার সবাই জানে। কট্টর ক্যাথলিক হার্স্ট-পরিবারের কাছে বিয়ের আগেই অচেনা পুরুষের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের লিভ-ইন করা খুব অনৈতিক বলে মনে হয়েছিল, সে-জন্য কিছুদিন আগে ¡্যানডল্ফ এবং তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন খবরের কাগজে মেয়ের এনগেজমেন্টের অফিশিয়াল ঘোষণা করে দিয়েছেন। সবার চোখের সামনে দিয়ে সেই প্যাট্রিসিয়াকে হাত-পা বেঁধে তুলে নিয়ে গেল একদল সশস্ত্র লোক? এরা কারা? হার্স্ট কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ, না মাফিয়া গ্যাং? না কি এরা জেব্রা কিলার্স বা ওয়েদার আন্ডারগ্রাউন্ড-এর মত সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী কোনও অতি-বাম গোষ্ঠী?

স্টিভ উইড বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দৌড়ে পার্কার স্ট্রিটে পৌঁছে একাধিক বাড়ির দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে লোকজনকে ডাকাডাকি করেছিল। কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। এই সময় বার্কলে-সহ ক্যালিফোর্নিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল নানারকম আশঙ্কায় বেশ জড়সড় হয়ে পড়েছিল। তার একটা কারণ যদি হয় অতিবাম গোষ্ঠীর খুনজখমের বাড়বাড়ন্ত, আরেকটা কারণ অবশ্যই কুখ্যাত সিরিয়াল কিলার 'জোডিয়াক'-এর প্রত্যাবর্তনের গুজব। পুলিশকে টেলিফোন করার জন্য স্টিভ যখন পার্কার স্ট্রিটের একের পর এক বাড়িতে গিয়ে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করছে, তখন অপরিচিত ব্যক্তিকে কেউ বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়নি। কিছু সময় পার্কার স্ট্রিটে কাটিয়ে স্টিভ উইড যখন নিজের বাড়ির সামনে এল, তখন সিঁড়ির সামনে বেশ ভিড়। পুলিশ এসে গিয়েছে।

"হোয়্যার ইজ প্যাটি?" স্টিভ জানতে চাইল।

"দে টুক হার," ভিড়ের মধ্যে একজন জবাব দিল, "শি'জ গন।"

ব্যাপারটা ঠিক স্টিভ উইডের মাথায় ঢুকল না। প্যাটিকে নিয়ে গিয়েছে মানে কী? কিডন্যাপ? বিশাল এক মিডিয়া-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেও কার্যত প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট অত্যন্ত সাদামাটা একটি মেয়ে, পারিবারিক ব্যাবসার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই। তার বয়স মাত্র উনিশ। ¡্যানডল্ফ হার্স্টের পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে আদুরে হলেও তার সব আচার-আচরণ সব সময় পরিবার ভাল চোখে দেখে না। দুর্বিনীত আচরণের জন্য প্যাট্রিসিয়াকে ক্যাথলিক স্কুল থেকে

তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার নেশা করা কিংবা যৌনতার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ হার্স্ট-পরিবার ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু এসব বখাটেপনা সত্ত্বেও দিনের শেষে প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট একজন ভাল মানুষ। সে বাড়ির সব কাজ নিজের হাতে সামলায়, ইউনিভার্সিটির ক্লাস করে, স্টিভ আহ্বান করলে শুধুমাত্র তবেই তার সঙ্গে সংগমে লিপ্ত হয়। এমন একজন নিরীহ মেয়েকে কে অপহরণ করবে? কেন?

পুলিশ ততক্ষণে ঘরে ঢুকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় স্টিভ সুনেগাকে খুঁজে পেয়েছে। তার মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। আহত হয়েছে স্টিভ উইড নিজেও, তার কপাল এবং মুখ ফেটে রক্ত ঝড়ছে। পুলিশ দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে দু'জনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হল ডোনাল্ড ডিফ্রিজ নামে এক ব্যক্তির কলিং কার্ড। কার্ডের ওপর সংক্ষেপে লেখা তিনটি ইংরেজি অক্ষর— 'এসএলএ'।

আপাতত এসব নিয়ে পুলিশের মাথা ঘামানোর সময় নেই। বিয়েনভেনু অ্যাভিনিউয়ের অদূরে থাকে প্যাট্রিসিয়ার দিদি ভার্জিনিয়া এবং তার স্বামী। দু'জনকে পুলিশ অপহরণের সংবাদ জানিয়ে দিল। ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে জানা গেল র‍্যানডল্ফ আর ক্যাথরিন হার্স্ট কেউই সেই মুহূর্তে ক্যালিফোর্নিয়াতে নেই। তাঁরা দু'জন কোথায় আছেন সেটা বলতে পারবে ছোটবোন অ্যানি। অ্যানি এখন হিল্সবরোতে হার্স্ট-পরিবারের বিশাল অট্টালিকায় একাই রয়েছে। পুলিশ ছুটল অ্যানিকে খবর দেওয়ার জন্য। অ্যানি জানাল, তার বাবা-মা দু'জনেই এখন ওয়াশিংটনে রয়েছেন। সে নিজেই বাবা-মা'কে দিদির অপহরণের সংবাদ দেবে বলে পুলিশকে আশ্বস্ত করল।

ওয়াশিংটনের মেফ্লাওয়ার হোটেলে ঘুমোচ্ছিলেন র‍্যানডল্ফ এবং ক্যাথরিন হার্স্ট। মাথার কাছে রাখা ফোনটা আচমকা বেজে উঠল। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লং-ডিসট্যান্স কল। ফোন করেছে অ্যানি। কী সব উলটো-পালটা কথা বলছে সে! প্যাট্রিসিয়াকে নাকি কারা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে! ঘুমের মধ্যে ভুল শুনেছেন মনে করে ক্যাথরিনের হাতে রিসিভার তুলে দিলেন র‍্যানডল্ফ। ক্যাথরিন হার্স্ট ঠান্ডা মাথার মহিলা। কিছুক্ষণ চুপ করে ও-প্রান্তের পুরো কথা শুনে নিয়ে রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন, "প্যাটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছে! আমাদের এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।"

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে র‍্যানডল্ফ হার্স্ট ফোন করলেন 'সান ফ্রানসিসকো এক্সামিনার' কাগজের অফিসে। সেখান থেকে জানা গেল, পুলিশের পক্ষ থেকে আগেই অপহরণের সংবাদ প্রকাশ করার ওপর এমবার্গো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুলিশের অনুমতি না নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে কেউ খবর প্রকাশ করতে পারবে না। এখনকার দিনে পুলিশি নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগলেও ১৯৬০-৭০ এর দশকে ক্রমবর্ধমান অপরাধের মোকাবিলা করার জন্য পুলিশ থেকে যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার অন্যতম ছিল সংবাদ

প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

সান ফ্রানসিসকো এক্সামিনার পত্রিকার তরফ থেকে মালিককে আশ্বস্ত করা হল যে, পরের দিনের কাগজ ছাপতে যাওয়ার শেষ সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে, সুতরাং আগামীকাল কোনও সংবাদপত্রের প্রভাতী সংস্করণে প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট অপহরণের সংবাদ থাকবে না। কিন্তু পরদিন বেলার দিকে কাগজের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে সব সংবাদপত্রই এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নিউজব্রেক করবে। তখন হার্স্ট কর্পোরেশনের কাগজগুলির ভূমিকা কী হবে? তারা কি নিশ্চুপ থাকবে? সে-ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য কাগজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা পিছিয়ে পড়বে।

গুরুতর পারিবারিক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে র‍্যানডল্‌ফ হার্স্টকে একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পেশাদারি সিদ্ধান্ত নিতে হল। তিনি সান ফ্রানসিসকো এক্সামিনার কাগজের কার্যনির্বাহী সম্পাদককে বলে দিলেন, প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট অপহরণকাণ্ড প্রকাশ করতেই হবে। তবে মেয়ের বাপ হিসাবে তিনি অনুরোধ করছেন, এই সংবাদ যেন একটু রেখে-ঢেকে প্রকাশ করা হয় যাতে প্যাট্রিসিয়ার প্রাণসংশয় না হয়।

এসব ঘটনা যখন ঘটছে, এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট চার্লস বেটস তখন ওয়াশিংটনে উপস্থিত। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্যাট্রিসিয়া হার্স্টের অপহরণের সংবাদ তাঁর কাছেও পৌঁছল। তিনি বুঝলেন অবিলম্বে তাঁর তলব পড়তে চলেছে। সে-জন্য হার্স্ট-পরিবারের মত তড়িঘড়ি বিমানে করে পরদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে এলেন।

এফবিআই এবং চার্লস বেটসের কাছে ১৯৭৪ সাল খুব বিভ্রান্তিকর একটা সময়। দু' বছর আগে ১৯৭২ সালে এফবিআই-এর প্রবাদপ্রতিম ডিরেক্টর জে এডগার হুভার মারা গিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর অনুগত এল প্যাট্রিক গ্রে-কে ডিরেক্টর পদে বসিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় গ্রে-কে ১৯৭৩ এ ইস্তফা দিতে হয়েছে। এফবিআই-এর নতুন ডিরেক্টর হয়েছেন কানসাস সিটি পুলিশের প্রধান ক্ল্যারেন্স কেলি। চার্লস বেটস ছিলেন ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের চিফ। কিন্তু ওয়াটারগেট তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই তাঁর সঙ্গে তদানীন্তন ডিরেক্টর প্যাট্রিক গ্রে-র মতান্তর শুরু হয়। চার্লস বেটস চেয়েছিলেন, তদন্ত নিজের পথে অগ্রসর হোক। অন্যদিকে গ্রে চাইছিলেন নিক্সনকে বাঁচাতে। সে-জন্য তিনি বেটসের সংগ্রহ করা তথ্য প্রমাণ নষ্ট করেন। এফবিআই-এর অভ্যন্তরের এই টক্সিক পরিবেশ থেকে চার্লস বেটস বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। সুতরাং যখন একজন সিনিয়র স্পেশাল এজেন্টের নেতৃত্বে সান ফ্রানসিসকো ডিভিশন খোলা হল, বেটস মরিয়া হয়ে সেই পদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এফবিআই-এর ডিরেক্টর ক্ল্যারেন্স কেলি যেমন তাঁর অফিসে নতুন, তেমনই নতুন অ্যাসাইনমেন্টে সড়গড় হয়ে ওঠেননি চার্লস বেটস। ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরেই তিনি অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। একজন পুরনো

অফিসার মন্টি হল-কে সঙ্গে নিয়ে নিজে থেকেই হাজির হলেন হিল্সবরোতে হার্স্ট-পরিবারের বাসস্থানে।

কলিং-কার্ডের সূত্র ধরে পুলিশ ইতোমধ্যে কয়েকটি তথ্য জানতে পেরেছে। অপহরণকারী দলের নাম ‘সিমবায়োনিজ লিবারেশন আর্মি’ বা ‘এসএলএ’। তাদের নেতা ডোনাল্ড ডিফ্রিজ এক তিরিশ বছর বয়সি নিগ্রো যুবক। মাত্র কয়েক মাস আগে ১৯৭৩-এর ৬ নভেম্বর ওকল্যান্ডের সুপারিনটেনডেন্ট অফ স্কুল মার্কাস ফস্টারকে গুলি করে হত্যা করেছে এসএলএ। ইন্টারেস্টিং বিষয় হল, মার্কাস ফস্টারের দেহে বিদ্ধ গুলিতে মাখানো ছিল সায়ানাইড, অর্থাৎ শিকার যাতে কোনওভাবেই হাতছাড়া না হয়ে যায় সে-ব্যাপারে সজাগ ছিল আততায়ী-দল।

প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট অপহরণকাণ্ডের কিছু দিন আগে আচমকাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় সিমবায়োনিজ লিবারেশন আর্মির দুই সদস্য রস লিটল এবং জো রেমিরো। ১০ জানুয়ারি তাদের দু’জনকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় তল্লাশি চালায়। কিন্তু ডিফ্রিজ বা তার দলের বাকি সদস্যদের হদিশ পাওয়া যায়নি। সুতরাং কিডন্যাপিং-এর মোটিভ পুলিশের কাছে খুব পরিষ্কার। প্যাট্রিসিয়া হার্স্টের মুক্তির বিনিময়ে এবার তাদের দুই সদস্যের মুক্তি দাবি করবে এই র‍্যাডিক্যাল গ্রুপ।

পুলিশ এবং এফবিআই-এর সামনে আপাতত এসএলএ-র কাছ থেকে আসা মুক্তিপণের দাবির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া বিকল্প উপায় নেই।

***

গাড়ির ডিকির অন্ধকারে শুয়ে প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট বেশ বুঝতে পারছিল সে একটা ভালরকম গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে!

গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়া অবশ্য প্যাট্রিসিয়ার জীবনে নতুন নয়। ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাকে মাত্র দশ বছর বয়সে স্কুল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। পনেরো বছর বয়সে তার প্রথম বয়ফ্রেন্ড এবং প্রথম সেক্স। ক্যাথরিন হার্স্ট চেয়েছিলেন মেয়ে স্ট্যানফোর্ডে পড়াশোনা করুক। কিন্তু বাড়ির আপত্তি উড়িয়ে সে ভর্তি হল বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিকে বেছে নেওয়ার কারণ সেখানে ভাল পড়াশোনা হবে তা নয়, প্যাট্রিসিয়ার ততদিনে মনে ধরেছে সেখানকার শিক্ষক স্টিভ উইডকে। হার্স্ট-পরিবার থেকে মেয়ের এই বখাটেপনা সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাকে সম্পর্ক থেকে সরে আসার জন্য চাপ দেওয়া হল। ফল হল উলটো, প্যাট্রিসিয়া বাড়ি ছেড়ে স্টিভের সঙ্গে থাকা শুরু করল। র‍্যানডল্ফ হার্স্ট আমেরিকার অন্যতম ধনী ব্যক্তি, তাঁর মেয়ের বিলাসী জীবনযাত্রার ব্যয় স্টিভ উইডের মাসিক ৬৫০ ডলারের বেতনে সামাল দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্যাট্রিসিয়া জেদি, বাড়তি রোজগারের জন্য সে ওকল্যান্ডের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে

ক্লার্কের চাকরি নিল। সেখানকার মাসিক বেতন ৩০০ ডলার। আমেরিকায় এই সময় হিপি কালচারের প্রাথমিক উন্মাদনা কমে এলেও তার প্রভাব ভালমতই সমাজ-জীবনে রয়েছে। প্যাট্রিসিয়া কিংবা স্টিভ, কেউই প্রথাগত অর্থে হিপি না হলেও মারিজুয়ানা, চরস, হ্যাশিশ বা এলএসডি নেওয়ার অভ্যাস দু'জনেরই ছিল।

i)নডল্ফ হার্স্ট ছিলেন রিপাবলিকান পার্টির সদস্য, আর ক্যাথরিন হার্স্ট ছিলেন ডেমোক্র্যাটদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এরকম একট প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ের এমন বখাটেপনা পারিবারিক ব্যাবসা তো বটেই, এমনকি বাবা-মা'র রাজনৈতিক পরিচয়ের দিক থেকেও খুব ভাল বিজ্ঞাপন হচ্ছে না বুঝে i)নডল্ফ হার্স্ট কিছুটা আপসের রাস্তায় এলেন। স্টিভ উইডের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ার এনগেজমেন্টের ছবি-সহ সংবাদ কাগজে প্রকাশ করা হল। মেয়ে আর হবু জামাতার জন্য বিয়েনভেনু অ্যাভিনিউয়ের মত পশ এলাকায় ডুপ্লে অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিলেন তিনি। মেয়েকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাজ ছেড়ে পুরো সময়টা মন দিয়ে পড়াশোনা করার পরামর্শ দিলেন i)নডল্ফ হার্স্ট, টাকাপয়সা নিয়ে যা কিছু অভাব হবে তিনি তা সামলে দেবেন। ক্যাথরিন, মেয়েকে বললেন বিয়ের আগে নেশা আর সেক্স দুটোই বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু বখাটে মেয়ে মায়ের মুখের ওপর সটান বলে দিল, এসব শর্ত মেনে নেওয়া যাবে না!

সুতরাং বিপদ এবং সমস্যা, কোনওটাই প্যাট্রিসিয়া হার্স্টের কাছে নতুন নয়। তবে এবারের সমস্যাটা অভিনব তো বটেই। প্যাট্রিসিয়া জানে মুক্তিপণের জন্য ক্রিমিনালদের কাছে সে একজন হাই-ভ্যালু ক্যাচ। কিন্তু সে এটাও জানে চার্লস লিন্ডবার্গ জুনিয়রের অপহরণ এবং হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকায় আর কোনও বড় মাপের সেলিব্রিটিকে পণবন্দি করার সাহস দুষ্কৃতীরা কখনও দেখায়নি। তা হলে তার হাত-পা বেঁধে কারা তাকে নিয়ে যাচ্ছে? কী উদ্দেশ্য তাদের?

একজায়গায় গাড়ি থামল। এখানে গাড়ির ডিকি খুলে প্যাট্রিসিয়াকে নামিয়ে নিয়ে আসা হল। এতক্ষণ তাকে যে গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা ছিল একটা শেভ্রলে ইমপালা কনভার্টিব্‌ল। এই গাড়ির ডিকিতে অপরিসর জায়গায় হাত-পা মুড়ে শুয়ে থাকতে-থাকতে প্যাট্রিসিয়ার গা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে নামার সুযোগ পেয়ে সে একটু খুশি হল। চোখের বাঁধন আলগা হয়ে যাওয়ার সুবাদে সে দেখতে পেল তাকে একটা স্টেশন ওয়াগনে তোলা হচ্ছে। প্যাট্রিসিয়া দেখল সবমিলিয়ে তিনটি গাড়ি রয়েছে। অপহরণকারীদের আরও কয়েক জনকে সে দেখতে পেল। প্যাট্রিসিয়া দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পেরে দলনেতা সেই নিগ্রো যুবক সবাইকে ধমক দিল। প্যাট্রিসিয়া শুনতে পেল দলের নেতাকে সবাই 'সিন' বলে সম্বোধন করছে। নামটা শুনে সে খুব অবাক হল। ইংরেজিতে 'সিন' শব্দের অর্থ 'পাপ', কারও এমন অদ্ভুত নাম হয় নাকি! আসলে প্যাট্রিসিয়ার বুঝতে ভুল হয়েছিল। উচ্চারণ 'সিন' হলেও দলনেতার নাম Sin নয়, Cin; যা প্রকৃতপক্ষে তার ছদ্মনাম সিঙ্ক এমতুমে (Cinque M'tume)-র সংক্ষিপ্তসার।

নেতার ধমক খেয়ে একজন তড়িঘড়ি একটা কম্বল চাপিয়ে দিল প্যাট্রিসিয়ার